সংবাদ

তারিখ ...23 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...২...

পথশিশুদের আলোর দিশারি 'গোলাপ খাঁ শিশু সদন'

হুমায়ুন কবির সূর্য্য, কুড়িগ্রাম

সাত বছর ধরে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী শহরে নিরবে নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। আলো ছড়াচ্ছেন বাপ-মা হারা এতিম শিশুদের অন্তর জুড়ে। মায়ের মমতার পাশাপাশি আধপেটাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়া, তাদের সামাজিকভাবে পরিচয় প্রদান, একাকিত্বের বেদনা ভুলিয়ে দিয়ে মায়ের আঁচলে গৃহবন্দি করা। পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে তাদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে পথ দেখানো। এমন অনন্য এক নজির গড়ে তুলেছেন তিনি। এই কাজে অনেক বাঁধা-বিপত্তি থাকলেও থেমে যাননি। নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন এই পথশিশুদের পিছনে। আয়ের সবটা ব্যয় করেও দমে যাননি। বিপদে কেউ না কেউ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা রেখেই আরো বড় কিছু করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। এরকম একটি ব্যতিক্রমধর্মী কাজ করে সকলের নজর কেড়েছেন জেলার নাগেশ্বরী উপজেলা শহরের বাসিন্দা বিলকিছ বানু (৪২)। বর্তমানে তিনি ৫১ জন বাপ-মা হারা এতিম সন্তানের মা। কুড়িগ্রাম জেলা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার উত্তরে নাগেশ্বরী উপজেলা শহরের নাগেশ্বরী ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়ের সীমানা ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে বিলকিছ বানুর আবাসিক প্রতিষ্ঠান 'গোলাপ খাঁ শিশু সদন।' ২০০৯ সালে ১৩ জন অনাথ শিশুকে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। মোট ১ একর জমির ওপর গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ৫১ জন বাপ-মা মরা অনাথ শিশু রয়েছে। এর মধ্যে মেয়ে শিশু রয়েছে ১৬ জন এবং ছেলে শিশু ৩৫ জন। দুটি বড় হলরুমে শিশুদের জন্য রয়েছে আলাদা থাকার ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানের নিজ খরচে ও ব্যবস্থাপনায় শিশুদের ক্যাডেট পদ্ধতিতে লেখাপড়ার পাশাপাশি শরীরচর্চা শিক্ষাও দেয়া হচ্ছে।

বিলকিছ বানুর সাথে কথা বলে জানা গেল এর পিছনের গল্পগাথা। নাগেশ্বরী শহরের মূল বাজারে ১৯৯৭ সালে জন্ম হল এক নাম-পরিচয়হীন শিশুর। ওর মাকে সবাই ঝর্না পাগলী নামে চিনত। সারাদিন বাজারেই থাকতো সে। কেউ দিলে খেত, না পেলে অনাহারে থাকত। বাড়ি থেকে বিতাড়িত এই মানসিক ভারসাম্যহীন নারী বিকৃত লোলুপ লালসার শিকার হয়। ফলে তার গর্ভে বাড়তে থাকে ভ্রুণ। একদিন বাজারের উন্মুক্ত স্থানে জন্ম হয় নামপরিচয়হীন এক শিশুর। পরদিন সকালে শিশুর কান্নায় সবাই বুঝতে পারেন, পাগলী মা হয়েছে। কিন্তু এই শিশুকে কিভাবে মানুষ করবে সে! এই বাজারেই ছিল বিলকিছ বানুর মার্কেট ও বাসা। প্রতিদিন বাইরে যেতে আসতে শিশুটিকে দেখে তার মায়া হত। ঝড়-বৃষ্টি, কনকনে শীতে কষ্টের মধ্যে বেড়ে উঠছিল শিশুটি। না খেতে পেরে হাড্ডিসার হয়ে গেছিল। মানসিক ভারসাম্যহীন ঝর্না পাগলী শিশুটির যত্ন নিতে পারছিল না। নভেম্বরের এক কনকনে ঠান্ডায় শিশুটিকে মনে হচ্ছিল মারাই যাবে। বিলকিছ বানু ঘটনাটি দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে সবার চোখের সামনে দিয়ে মায়ের মমতায় শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। তখন ছিল ১৯৯৯ সাল। জন্ম পরিচয়হীন শিশুটির বয়স তখন ২ বছর। এই কাজে তার স্বামীরও সমর্থন ছিল। বাড়িতে এনে শিশুটির নাম দেয়া হল 'প্রীতিলতা'। এই পরিচয়ে এই বাড়িতেই বেড়ে উঠছিল প্রীতিলতা। এভাবে অনাথ শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে বিলকিছ বানু নিরাপত্তা আর সামাজিক পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করলেন। এ ধরনের কাজে যুক্ত হয়ে তিনি মন থেকে এক ধরনের ভালোলাগা অনুভব করলেন। মনে হল এই অনাথ শিশুর সত্যিকারের মা তিনি। প্রীতিলতার পরিচয় সামাজিকভাবে দেয়ার জন্য তাদের নিজ মার্কেটের নাম বদল করে রাখা হল 'প্রীতিলতা মার্কেট'। এভাবেই প্রীতিলতার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আর এতে আগ্রহী হয়ে অনেকেই এরকম শিশুর সন্ধান দিতে লাগল। যাতে প্রীতিলতার মতো তারাও এই পরিবারে আশ্রয় পায়। এভাবে ৯টি শিশু এই বাড়িতে আশ্রয় পেল। শিশুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় থাকা ও খাওয়ার সমস্যা হচ্ছিল। তখন বিলকিছ বানু প্রীতিলতা মার্কেটের ৪০টি দোকানঘর থেকে যে ভাড়া আদায় হত তা এতিম শিশুদের পিছনে খরচ করতে লাগলেন। এই শিশুদের নিশ্চিন্তে বেড়ে ওঠার জন্য শহরের ১ একর জমিতে গড়ে তুললেন নতুন ভবন। এভাবে প্রীতিলতা থেকে যাত্রা শুরু হল 'গোলাপ খাঁ শিশু সদন' এর।

জানা গেল, গোলাপ খা শিশু সদনে শিশু শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেয়া হয়। এখানে ৮ জন শিক্ষক ও ৫ জন সাপোর্ট কর্মী রয়েছে। শিশুদের পাঠদানের জন্য রয়েছে ৩টি অবকাঠামো। ১টি রান্নাঘরসহ ২টি থাকার হলরুম। রয়েছে ১টি মসজিদ। প্রতিমাসে এই সদনের জন্য ব্যয় মেটাতে খরচ হয় প্রায় ১ লাখ টাকা। যার মধ্যে শিক্ষকের বেতন ৩২ হাজার টাকা, সাপোর্ট কর্মী ৮ হাজার টাকা, বিদ্যুত-পানির বিল ৩ হাজার টাকা, তিনবেলা খাবার বাবদ ৫২ হাজার টাকা। এছাড়াও পোশাক রয়েছে। এই বিপুল অংকের অর্থ সংকুলান করা কষ্টসাধ্য হলেও পিছু হটেননি বিলকিছ বানু। বন্ধু-বান্ধব এবং সমাজের সচেতন মানুষের সহায়তায় তিনি এগিয়ে চলছেন আলো ছড়াতে। বর্তমানে আয় বলতে নিজস্ব প্রীতিলতা মার্কেটের ২০টি দোকান থেকে ভাড়া বাবদ ৪০ হাজার টাকা, গোলাপ খা শিশু সদনের পিছনে ছাত্রীনিবাস থেকে ভাড়াবাবদ ১৬ হাজার টাকা। ফলে কাঙ্ক্ষিত খরচের টাকা প্রতিমাসে জোগার করা সম্ভব না হলে বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে হাত পাতেন। এরকম টানাটানির মধ্যেও তিনি দমে যাননি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য।

বিলকিছ বানু জানালেন, আমার স্বপ্ন এই শিশুদের জন্য একটি নিজস্ব জায়গা থাকবে। যেখানে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা, খেলাধুলা, বিনোদনসহ খোলা মাঠ থাকবে। যেখানে ২শতাধিক শিশুর কলতানে মুখরিত হবে গোটা প্রাঙ্গণ। এজন্য ৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে আবাসন নির্মাণে ২ কোটি, বিদ্যালয় নির্মাণে ১ কোটি, সীমানা প্রাচীর ৫০ লাখ ও বিনোদন অডিটোরিয়ামের জন্য ৫০ লাখ টাকা লাগবে। ইতোমধ্যে নাগেশ্বরী হেলিপ্যাড এলাকায় ৩ একর জায়গা ঠিক করে বায়না দেয়া হয়েছে। এজন্য নিজস্ব জমি বিক্রি করেছেন তিনি। এই কাজে তার স্বামী নাগেশ্বরী ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক রবিউল ইসলাম রবি ও একমাত্র সন্তান সূর্যও পাশাপাশি থেকে সহযোগিতা করছে। কিন্তু এই স্বপ্ন কি সত্যি বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

তারপরও নিজের প্রচেষ্টা, বন্ধু-বান্ধবীদের সহায়তার হাত আজ তাকে সাহসী করে তুলেছে। তিনি নতুন সদন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করছেন। তার বিশ্বাস কেউ না কেউ তার পাশে এসে দাঁড়াবে। একদিন খোলা মাঠে দুই শতাধিক বাপ-মা হারা শিশুর কলতানে মুখরিত হবে নাগেশ্বরী। এই তার স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে নাগেশ্বরীতে আলো ছড়াচ্ছেন এতিম শিশুদের মমতাময়ী মা বিলকিছ বানু।